“বাংলাদেশের শ্রম ও কর্মক্ষেত্র পরিস্থিতি বিষয়ে সংবাদপত্র ভিত্তিক বিল্‌স জরিপ-২০২০”

প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদের উপর ভিত্তি করে “কর্মক্ষেত্র পরিস্থিতি জরিপ-২০২০” প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছে। জরিপে দুর্ঘটনা, নির্যাতন, শ্রম অসন্তোষ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলীর চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনা:

জরিপের তথ্য অনুযায়ী ২০২০ সালে কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনায় ৭২৯ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়, এরমধ্যে ৭২৩ জন পুরুষ এবং ৬ জন নারী শ্রমিক। খাত অনুযায়ী সবচেয়ে বেশি ৩৪৮ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয় পরিবহন খাতে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৮৪ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয় নির্মাণ খাতে। তৃতীয় সর্বোচ্চ ৬৭ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয় কৃষি খাতে। এছাড়া দিনমজুর ৪৯ জন, বিদ্যুৎ খাতে ৩৫ জন, মৎস্য ও মৎস্য শ্রমিক ২৭ জন, স্টিল মিল শ্রমিক ১৫ জন, নৌ-পরিবহন শ্রমিক ১৫ জন, মেকানিক ১৪, অভিবাসী শ্রমিক ১৫ এবং অন্যান্য খাতগুলোতে যেমন ইট ভাটা, হকার, চাতাল, জাহাজ ভাঙ্গা সহ ইত্যাদি সেক্টরে ৬০ জন শ্রমিক নিহত হন। উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় বিভিন্ন খাতে ১২০০ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়, এরমধ্যে ১১৯৩ জন পুরুষ এবং ৭ জন নারী শ্রমিক। খাত অনুযায়ী সবচেয়ে বেশি নিহতের ঘটনা ঘটে পরিবহন খাতে ৫১৬ জন। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ শ্রমিক নিহতের ঘটনা ঘটে নির্মাণ খাতে ১৩৪ জন। তৃতীয় সর্বোচ্চ শ্রমিক নিহতের ঘটনা ঘটে কৃষি খাতে ১১৬ জন।

২০২০ সালে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় ৪৩৩ জন শ্রমিক আহত হয়, এরমধ্যে ৩৮৭ জন পুরুষ এবং ৪৬ জন নারী শ্রমিক। মৎস্য খাতে সর্বোচ্চ ৬৮ জন শ্রমিক আহত হন। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নির্মাণ খাতে ৪৯ জন শ্রমিক আহত হন। এছাড়া বিদ্যুৎ খাতে ৪৮, পরিবহন খাতে ৪৭, জুতা কারখানায় ২০ জন, নৌ পরিবহন খাতে ১৬, তৈরি পোশাক শিল্পে ৩৭, জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পে ২৯, দিনমজুর ১৬, উৎপাদন শিল্পে ১৯, স্টিল মিলে ১৯, কৃষিতে ১০ জন শ্রমিক আহত হন। এছাড়া অন্যান্য খাতে ৪০ জন শ্রমিক আহত হন। উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় বিভিন্ন সেক্টরে ৬৯৫ জন শ্রমিক আহত হন, এদের মধ্যে ৬৭৮ জন পুরুষ এবং ১৭ জন নারী শ্রমিক। মৎস্য খাতে সর্বোচ্চ ১৩২ জন শ্রমিক আহতের ঘটনা ঘটে, দ্বিতীয় সর্বোচ্চ শ্রমিক আহতের ঘটনা ঘটে নির্মাণ সেক্টরে ১১৭ জন। তৃতীয় সর্বোচ্চ শ্রমিক আহতের ঘটনা পরিবহন খাতে ১০৪ জন।

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় নিহত	
সেক্টর	সংখ্যা
কৃষি	৬৭
নির্মাণ	৮৪
দিনমজুর	৪৯
বিদ্যুৎ	৩৫
মৎস্য ও মৎস্য শ্রমিক	২৭
অভিবাসী শ্রমিক	১৫
মেকানিক	১৪
স্টিল মিল	১৫
পরিবহন	৩৪৮
নৌ-পরিবহন	১৫
অন্যান্য	৬০
মোট	**৭২৯**

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় আহত	
সেক্টর	সংখ্যা
কৃষি	১০
নির্মাণ	৪৯
দিনমজুর	১৬
বিদ্যুৎ	৪৮
মৎস্য	৬৮
উৎপাদন শিল্প	১৯
রাইস মিল	১৫
তৈরি পোশাক	৩৭
জাহাজ ভাঙ্গা	২৯
স্টিল মিল	১৯
জুতা কারখানা	২০
পরিবহন	৪৭
নৌ পরিবহন	১৬
অন্যান্য	৪০
মোট	৪৩৩

কর্মক্ষেত্রে ছয় বছরে দুর্ঘটনার চিত্র (২০১৫-২০২০)

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘনায় হতাহত (২০১৫-২০২০)		
সাল	**নিহত**	**আহত**
২০২০	৭২৯	৪৩৩
২০১৯	১২০০	৬৯৫
২০১৮	১০২০	৪৮২
২০১৭	৭৮৪	৫১৭
২০১৬	৬৯৯	৭০৩
২০১৫	৩৬৩	৩৮২
মোট	**৪৭৯৫**	**৩২১৩**
		সূত্র: বিল্‌স সংবাদপত্র জরিপ

১০ বছরে সর্বোচ্চ মৃত্যু পরিবহন এবং নির্মাণ সেক্টরে:

২০১১ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, পরিবহন সেক্টরে ২০২০ সালে ৩৪৮ জন শ্রমিক নিহতের ঘটনা ঘটে, যা পুর্ববর্তী দুই বছরের তুলনায় কম।

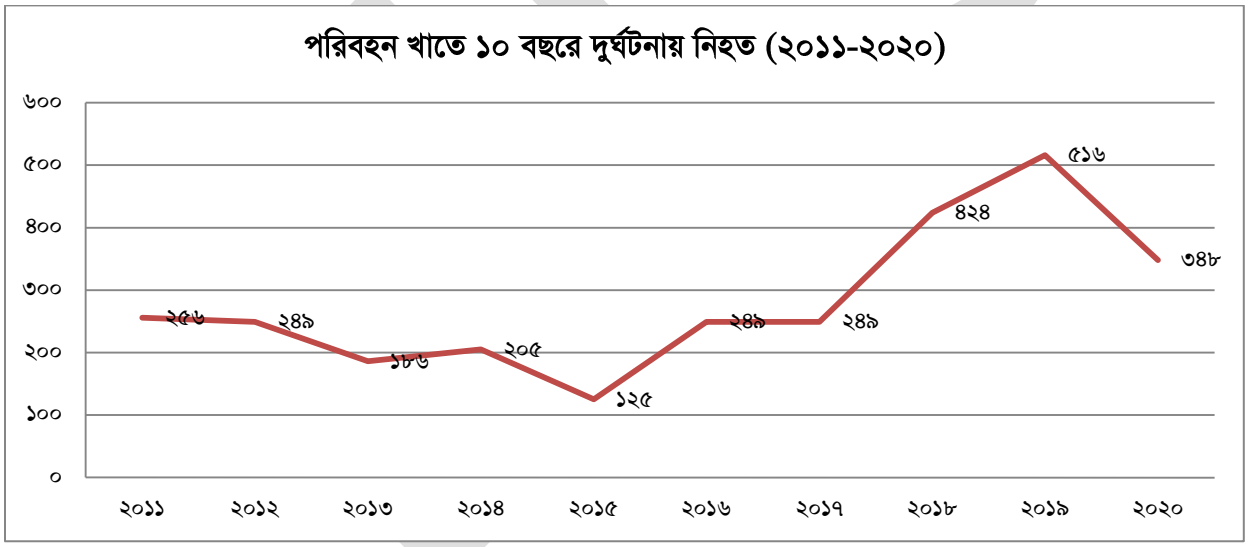

নির্মাণ খাতে ২০২০ সালে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় ৮৪ জন শ্রমিক নিহত হন, যা ২০১৯ সালে ছিল ১৩৪ জন এবং ২০১৮ সালে ছিল ১৬১ জন। অর্থাৎ বিগত দুই বছর ধরে নিহতের সংখ্যা ক্রমশ কমছে

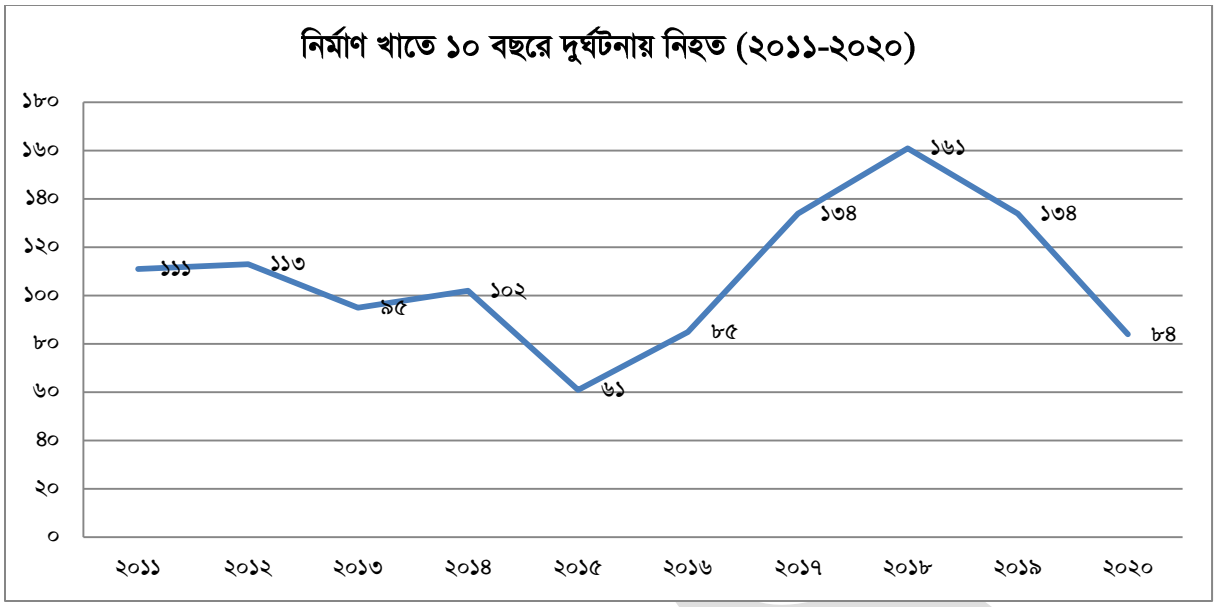

নির্যাতন:

সংবাদপত্র জরিপ অনুযায়ী ২০২০ সালে ৫৯৬ জন শ্রমিক নির্যাতনের শিকার হন। ৫৯৬ জনের মধ্যে ৩১৬ জন নিহত, ২২৯ জন আহত, ৮ জন নিখোঁজ, ২৪ জনের ক্ষেত্রে আত্মহত্যা, অপহৃত ১৪ জনকে উদ্ধার এবং ৫ জনের ক্ষেত্রে নির্যাতনের ধরণ উল্লেখ করা হয়নি। এদের মধ্যে ৪৫৪ জন পুরুষ এবং ১৪২ জন নারী শ্রমিক। এদের মধ্যে কর্মক্ষেত্রে ২৩২ জন, কর্মক্ষেত্রের বাহিরে ৩৬৪ জন শ্রমিক নির্যাতনের শিকার হন।

নির্যাতনে মৃত্যু	
সেক্টর	সংখ্যা
তৈরি পোশাক	২৫
গৃহশ্রমিক	১৬
পরিবহন	৯০
অভিবাসী শ্রমিক	৫২
নিরাপত্তা কর্মী	১০
কৃষি	৪২
নির্মাণ	৮
দিন মজুর	১১
মৎস্য এবং মৎস্য শ্রমিক	৫
অন্যান্য	৫৭
মোট	৩১৬

নির্যাতনে আহত	
সেক্টর	সংখ্যা
তৈরি পোশাক	৪৮
গৃহশ্রমিক	২৩
পরিবহন	১৩
অভিবাসী শ্রমিক	১১
নিরাপত্তা কর্মী	৬
কৃষি	১১
নির্মাণ	৫২
মৎস্য এবং মৎস্য শ্রমিক	৯
গণমাধ্যম	১২
অন্যান্য	৪৪
মোট	২২৯

সবচেয়ে বেশি ১০৯ জন শ্রমিক হতাহত হন পরিবহন সেক্টরে, যার মধ্যে ৯০ জন নিহত, ১৩ জন আহত, ৪ জন শ্রমিক আত্মহত্যা করেন এবং অপহৃত দুজন শ্রমিককে হাত পা বাঁধা অবস্থায় উদ্ধার করে পুলিশ । দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৭৮ জন শ্রমিক হতাহত হন তৈরি পোশাক শিল্পে। যার মধ্যে কর্মক্ষেত্রে ৩ জন (১ জন নিহত ও ২ জন আহত) এবং কর্মক্ষেত্রের বাইরে বাকি ৭৫ জন নির্যাতিত হন। এরমধ্যে ২৫ জন নিহত, ৪৮ জন আহত, ১ জন নিখোঁজ, ৩ জন শ্রমিক আত্মহত্যা করেন এবং ১ জনের ক্ষেত্রে নির্যাতনের ধরণ উল্লেখ করা হয়নি। অভিবাসী খাতে ৬৫ জন শ্রমিক হতাহত হন, এরমধ্যে ৫২ জন নিহত, ১১ জন আহত, ১ জন নিখোঁজ এবং ১ জনের ক্ষেত্রে নির্যাতনের ধরণ উল্লেখ করা হয়নি । নির্মাণ খাতে ৬৩ জন শ্রমিক হতাহত হন, এরমধ্যে ৮ জন নিহত, ৫২ জন আহত এবং ৩ জন শ্রমিক আত্মহত্যা করেন। কৃষি খাতে ৫৮ জন শ্রমিক হতাহত হন, এরমধ্যে ৪২ জন নিহত, ১১ জন আহত, ১ জন নিখোঁজ, ৩জন আত্মহত্যা এবং ১জন অপহৃত শ্রমিককে উদ্ধার করা হয়। গৃহশ্রমিক খাতে ৪৪ জন শ্রমিক হতাহত হন, এরমধ্যে ১৬ জন নিহত, ২৩ জন আহত, ৪ জন আত্মহত্যা করে এবং ১ জনের ক্ষেত্রে নির্যাতনের ধরণ উল্লেখ করা হয়নি।

উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে নির্যাতনে ১২৯২ জন শ্রমিক হতাহত হন। এরমধ্যে খুন বা হত্যার শিকার হয় ৩৩২ জন শ্রমিক, আহত হয় ৮১০ জন শ্রমিক, ৬৭ জন নিখোঁজ, ২৬ জন আত্মহত্যা এবং ৫৭ জনের ক্ষেত্রে নির্যাতনের ধরণ উল্লেখ করা হয়নি। ২০১৮ সালে নির্যাতনে ৭৬৪ জন শ্রমিক হতাহতের ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে ২৭৯ শ্রমিক খুন বা হত্যার শিকার হন, নির্যাতনে আহত হয় ২৬৩ জন শ্রমিক, ১৭০ জন শ্রমিক নিখোঁজ হন এবং ৩১ জন শ্রমিক আত্মহত্যা করেন।

শিল্প সম্পর্ক এবং শ্রমিক অসন্তোষ:

২০২০ সালে বিভিন্ন সেক্টরে সবমিলিয়ে ৫৯৩টি শ্রমিক আন্দোলনের ঘটনা ঘটে। সবচেয়ে বেশি ২৬৪টি শ্রমিক আন্দোলনের ঘটনা ঘটে তৈরি পোশাক খাতে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৪৯টি শ্রমিক আন্দোলনের ঘটনা ঘটে পাট শিল্পে। এছাড়া চিনি শিল্পে ৪৬টি, পরিবহন খাতে ৪৫টি, কৃষি খাতে ২৩টি, নৌ-পরিবহন খাতে ১৯টি, গণমাধ্যমে ১৮টি, অভিবাসী শ্রমিক ১৮টি, সরকারি কর্মচারী ১৫টি, স্বাস্থ্য খাতে ১৫টি, বিড়ি শিল্পে ১৩টি এবং অন্যান্য সেক্টরে ৬৮টি শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনা ঘটে। উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে বিভিন্ন সেক্টরে সবমিলিয়ে ৪৩৪টি শ্রমিক আন্দোলনের ঘটনা ঘটে। সবচেয়ে বেশি ১৩৪টি শ্রমিক আন্দোলনের ঘটনা ঘটে তৈরি পোশাক খাতে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৬৮টি শ্রমিক আন্দোলনের ঘটনা ঘটে পাট শিল্পে। এছাড়া পরিবহন খাতে ঘটে ৬১টি, গণমাধ্যমে ২৬টি, কৃষিতে ১৮টি, হকার ১৭টি, নৌ পরিবহন খাতে ১৫টি, শিক্ষা খাতে ১১টি, চা শিল্প এবং সিটি কর্পোরেশনে ৯টি এবং অন্যান্য সেক্টরে ৬৬টি শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনা ঘটে।

সেক্টর ভিত্তিক শ্রমিক অসন্তোষ	
সেক্টর	*সংখ্যা*
কৃষি	২৩
তৈরি পোশাক	২৬৪
স্বাস্থ্য	১৫
পাট শিল্প	৪৯
অভিবাসী	১৮
পরিবহন	৪৫
গণমাধ্যম	১৮
চিনি শিল্প	৪৬
বিড়ি শিল্প	১৩
নৌ পরিবহন	১৯
সরকারি কর্মচারী	১৫
অন্যান্য	৬৮
মোট	৫৯৩

আন্দোলন করতে গিয়ে এসময় একজন ৯৯ জন শ্রমিক আহত হন। আহতদের মধ্যে ৬৪ জন পুরুষ এবং ৩৫ জন নারী শ্রমিক। সবচেয়ে বেশি তৈরি পোশাক শিল্পে ৫৪ জন শ্রমিক আহত হন। এছাড়া স্পিনিং মিলে ৩১ জন, পাট শিল্পে ১২ এবং চা শিল্পে ২ জন শ্রমিক আহত হন।

জরিপ অনুযায়ী সর্বোচ্চ ১৭৬টি শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনা ঘটে বকেয়া বেতনের দাবিতে। এছাড়া দাবি আদায়ে ১৩৮টি, অধিকার আদায়ে ১১৫টি, বন্ধ কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে ৪৫টি, বোনাসের দাবিতে ৩৪টি, লে-অফের কারণে ৩০টি, ভাতার দাবিতে ২৯টি এবং অন্যান্য দাবিতে ২৬টি শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনা ঘটে।

শ্রমিক অসন্তোষের কারণ	
সেক্টর	সংখ্যা
বকেয়া বেতন	১৭৬
লে অফ	৩০
বোনাস	৩৪
দাবি আদায়	১৩৮
ভাতার দাবিতে	২৯
অধিকার আদায়ে	১১৫
বন্ধ কারখানা খুলে দেওয়ার দাবি	৪৫
অন্যান্য	২৬
মোট	৫৯৩

শ্রম বাজার পরিস্থিতি ২০২০

অভিবাসী শ্রমিক:

বাড়ছে রেমিট্যান্স, কমছে প্রবাসী কর্মসংস্থান। বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসেব মতে দেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এ বছর নভেম্বর শেষে ৪১.৪০ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে[১]। করোনার ধাক্কায় এ বছরের ফেব্রুয়ারি থেকেই নিম্নমুখী ছিল রেমিট্যান্সের ধারা। মার্চ ও এপ্রিলে বড় বিপর্যয় হয় রেমিট্যান্সে। এরপর থেকেই ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করে দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের দ্বিতীয় এ স্তম্ভটি। শুধু জুলাই-নভেম্বর এই পাঁচ মাসে রেমিট্যান্স এসেছে ১ হাজার ৯০ কোটি ৪৪ লাখ টাকা (১০.৯০ বিলিয়ন ডলার)। নভেম্বর মাসে ২০৭ কোটি ৮০ লাখ ৪০ হাজার টাকা (২.০৮ বিলিয়ন ডলার) দেশে পাঠিয়েছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা। রেমিট্যান্স ও আন্তর্জাতিক সংস্থার বিভিন্ন সহায়তা, করোনার কারণে আনুষ্ঠানিক চ্যানেলে টাকা পাঠানো এবং বিশেষ করে প্রতি ডলার রেমিট্যান্সের বিপরীতে সরকারের ২ শতাংশ প্রণোদনা এতে বিরাটভাবে কাজ করেছে।[২]

তবে প্রবাসীদের ক্ষেত্রে বা নতুন করে বিদেশে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে চিত্রটি বেশ বিপরীত। বিশ্বে করোনা সংক্রমণের শুরুর দিকে ছুটিতে আসেন প্রায় দুই লাখ প্রবাসী। তারা ফিরতে পারছেন না। সব প্রস্তুতি শেষ করেও যেতে পারেননি এক লাখ নতুন কর্মী। এপ্রিল থেকে আগস্ট পর্যন্ত ফিরে এসেছেন আরও এক লাখ কর্মী। যদিও সরকার ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিশেষ তৎপরতায় বেশকিছু শ্রমিক আবার মধ্যপ্রাচ্যে ফিরে যেতে পেরেছেন; তবে সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলেছে, প্রবাসী কর্মীদের ফিরে আসার সংখ্যাটি দিন দিন বাড়ছে। বিদেশ ফেরত এই সকল অভিবাসী শ্রমিকদের পুনরেত্রীকরণ এখন একটা বড় চ্যালেঞ্জ।

নতুন কর্মী যাওয়ার সুযোগ কমছে, কাজ হারিয়ে বিদেশ থেকে ফিরে আসার সংখ্যা বাড়ছে[৩]। বাংলাদেশ থেকে এ বছর সাড়ে সাত লাখ নতুন কর্মীকে বিদেশে পাঠানোর লক্ষ্য ছিল প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের। কিন্তু এখন পর্যন্ত দুই লাখও যেতে পারেননি। অর্থাৎ, বিদেশে এ বছর পাঁচ লাখের বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ হারাল বাংলাদেশ। প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) তথ্য অনুযায়ী, চলতি ২০২০ সালের প্রথম তিন মাসে বাংলাদেশ থেকে ১ লাখ ৮১ হাজার ২১৮ জন নতুন কর্মী গেছেন বিভিন্ন দেশে। এরপর করোনা পরিস্থিতির কারণে বিশ্বজুড়ে উড়োজাহাজ সেবা বন্ধ হয়ে গেলে কাজ নিয়ে বিদেশে যাওয়াও বন্ধ হয়ে যায়। সব মিলিয়ে এ বছরের প্রথম ১১ মাসে (৩০ নভেম্বর পর্যন্ত) বিদেশে নতুন কর্মী গেছেন ১ লাখ ৮৯ হাজার ২৭১ জন।

২০২০ সালের জুলাই মাস থেকে সীমিত আকারে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে উড়োজাহাজ যোগাযোগ চালু হলেও কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে নতুন কর্মী যাচ্ছেন খুবই কম। মুলত যাঁরা করোনার আগে বিভিন্ন দেশ থেকে ছুটিতে এসে আটকা পড়েছিলেন, তাঁদেরই একটি অংশ এখন যেতে পারছেন।

[1] bonik barta, Oct. 30, 2020
[2] samakal, Nov 4, 2020
[3] Prothom Alo, Dec 18, 2020

করোনার দ্বিতীয় ঢেউ নিয়ে উদ্বেগ, শ্রমবাজাওে তৈরি হয়েছে নতুন শঙ্কা[৪]। প্রবাস থেকে দেশে ফিরে আটকা পড়া ও নতুন করে বিদেশ যেতে না পারাদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছেই। করোনাভাইরাসের কারণে ক্রমেই এই প্রধান রপ্তানি বাজার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের দ্বিতীয় ঢেউ শুরু হওয়ায় বিভিন্ন মাত্রার 'লকডাউন' শুরু হয়েছে। প্রায় প্রতিদিনই টিকিট ও টোকেনের জন্য সৌদি প্রবাসী কর্মীরা রাজধানীর কারওয়ান বাজারে সোনারগাঁও হোটেলে অবস্থিত সৌদি অ্যারাবিয়ান এয়ারলাইন্সের অফিসের সামনে বিক্ষোভ করেছেন। রেমিট্যান্স পাঠিয়ে অর্থনীতি জিইয়ে রাখা মানুষজন এবার টোকেন নিতে গিয়ে লাঠিপেটার শিকারও হয়েছেন। সৌদির মতো একে একে কাতার, ইতালিসহ বিভিন্ন দেশ থেকে এসে আটকে পড়া প্রবাসীরা রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ করেছেন।

নির্মাণ শ্রমিক:[৫]

দেশের উন্নয়নের সবচেয়ে বড় অংশীদার নির্মাণ ও আবাসন খাত। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কাজ করা শ্রমিকদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে কাজ করে থাকেন। তাদের যেমন কোনো মাসিক বেতন থাকে না, তেমনি থাকে না কোনো নিয়োগপত্র বা কাজের চুক্তিপত্র। এ কারণে কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষা কিংবা জীবিকার নিশ্চয়তাও নেই তাদের। করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাবের এই দুঃসময়ে তৈরি পোশাকসহ অন্য খাতের শ্রমিকরা প্রণোদনার আওতায় এলেও নির্মাণ শ্রমিকরা খেয়ে-না খেয়ে বড় কষ্টে জীবন যাপন করছেন। দেশের উন্নয়নে নির্মাণ খাতের শ্রমিকদের অবদান অনেক বেশি। শুধু আবাসনের সঙ্গে জড়িত প্রায় ২০০ খাত। বিশাল এই খাতের শ্রমিকরা কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। নির্মাণ খাতে কাজ করে নারী শ্রমিকদেরও বিশাল একটি অংশ। সবাই ক্ষতিগ্রস্ত। এদের কোনো বীমা নেই। পোশাক খাত আলোচনায় এলেও নির্মাণ খাতের শ্রমিকরা আড়ালেই থেকে যাচ্ছে। ফলে সাধারণ কিছু মানুষের সাহায্য-সহযোগিতাই ছিল এই শ্রমিকদের একমাত্র অবলম্বন।

গৃহশ্রমিক:

২০২০ সালে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ৪৪ জন গৃহশ্রমিক। নির্যাতনের ধরণের মধ্যে রয়েছে ধর্ষণ, খুন্তির ছ্যাকা, প্রহার, ছাদ থেকে ফেলে হত্যা ইত্যাদি। এছাড়াও আত্মহত্যা, রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনাও রয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে ৫৩ জন গৃহকর্মী নানা ধরণের নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। এ বছর তুলনামুলকভাবে নির্যাতনের সংখ্যা কিছুটা কম। পাশাপাশি সমাজের কিছু কিছু স্তরে সচেতনতাও সৃষ্টি হয়েছে। যেমনটি দেখা যায়, ধানমন্ডি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এক অসহায় গৃহকর্মীকে তার সাত বছরের বকেয়া বেতন বাবদ এক লাখ ৮২ হাজার টাকা ফিরে পেতে সহযোগিতা করেছেন এবং ৯৯৯ নম্বর থেকে কল পেয়ে পুলিশ রাজধানীর আদাবরের জাপান গার্ডেন থেকে এক গৃহশ্রমিকে উদ্ধার করে তার গ্রামের বাড়ি পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেছেন। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে ঢাকা শহরের গৃহশ্রমিকদের ওপর বছরের মাঝামাঝি সময়ে একটি স্বল্পমেয়াদী জরিপ পরিচালনা করে সুনীতি প্রকল্প। এই প্রকল্পে কাজ করছে বিল্‌স, নারী মৈত্রী, গণসাক্ষরতা অভিযান, রেড অরেঞ্জ, হ্যালোটাস্ক, এবং ইউসেফ বাংলাদেশ। মোহাম্মদপুর, খিলগাঁও, বাড্ডা ও মিরপুর এলাকার মোট ৮৩ জন গৃহশ্রমিকের ওপর এ জরিপ পরিচালনা করা হয়। সেই সময়ের জরিপে দেখা যায়, শতকরা ৫ ভাগ গৃহশ্রমিক কাজে যাচ্ছেন, শতকরা ৩৫ ভাগ চাকুরিদাতা তাদের

[4] Kalerkantha, Oct. 19, 2020
[5] Kalerkantha, April 27, 2020

সাথে যোগাযোগ রাখছেন, পূর্ববর্তী কাজে ফিরে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে শতকরা ৫০ জনের এবং গৃহে নির্যাতনের শিকার শতকরা ৫৫ জন।

গৃহশ্রমিক নির্যাতনের চিত্র			
সাল	নিহত	আহত	মোট
২০১১	৩৮	২০	৫৮
২০১২	৪৬	৩২	৭৮
২০১৩	৩২	২৪	৫৬
২০১৪	২৭	২৮	৫৫
২০১৫	৩৯	৩৯	৭৮
২০১৬	৩৮	২৩	৬৪
	(আত্মহত্যা- ৩)		
২০১৭	২৭	২৩	৫০
২০১৮	১৮	৩৫	৫৭
	আত্মহত্যা- ৪		
২০১৯	১৭	৩২	৫১
	আত্মহত্যা -১, নিখোঁজ-১		
২০২০	১৬	২৩	৪৪
	আত্মহত্যা -৪, নিখোঁজ-১		
সূত্রঃ বিল্‌স জরিপ			

জাহাজ ভাঙা শিল্প:[৬]

বাংলাদেশে জাহাজ ভাঙার ইয়ার্ড রয়েছে প্রায় ১৬০টি। এর মধ্যে সচল আছে ৫০-৬০টি। এসব ইয়ার্ডে কাজ করেন ২০ হাজারেরও বেশি শ্রমিক। জাহাজ সৈকতায়নের পরই ইয়ার্ডে কর্মতৎপরতা শুরু হয়। নিয়ন্ত্রক সংস্থার অভাবে এ কাজে পরিবেশের যেমন ক্ষতি হচ্ছে, তেমনি অরক্ষিত ব্যবস্থায় ইয়ার্ডের শ্রমিকরাও কাজ করছেন নিরাপত্তাহীনভাবে। পরিবেশ সুরক্ষা নিয়ে খুব একটা কড়াকড়ি না থাকায় অন্যান্য জাহাজের সঙ্গে অয়েল ট্যাংকারও আসতে থাকে এসব ইয়ার্ডে। অয়েল ট্যাংকারগুলোয় প্রচুর পরিমাণে পরিবাহিত জ্বালানি তেলের বর্জ্য বা গাদ, অ্যাসবেসটস ও পলিক্লোরিনেটেড বাইফিনাইল (পিসিবি) থাকে। এগুলোর সবই পরিবেশের জন্য অত্যন্ত বিষাক্ত ও ক্ষতিকর হিসেবে বিবেচিত। অয়েল ট্যাংকারগুলো থেকে ছড়িয়ে পড়া বিষাক্ত উপাদানে বায়ু ও পানি দূষিত হচ্ছে। ক্ষতিকর রাসায়নিক উপাদান অ্যাসবেসটস নিঃশ্বাসের সঙ্গে শরীরে প্রবেশ করলে ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কাও বেড়ে যায় অনেকখানি।

[6] Bonik barta, Nov. 20, 2020

বাংলাদেশ মেটাল ওয়ার্কার্স ফেডারেশন (বিএমএফ) এর তথ্য মতে ২০২০ সালে কোন ধরণের আইনি নোটিশ ছাড়াই ১১৩ জন শ্রমিককে চাকরিচ্যুত করা হয়। বিএমএফ এবং বিল্‌স এর সহায়তায় ধারা ১২৪(খ) মতে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের সাথে ত্রিপক্ষীয় বৈঠকের মাধ্যমে ১৪ জন চাকরিচ্যুত শ্রমিক পুণরায় চাকরি ফিরে পেয়েছেন এবং অন্য শ্রমিকরা আইন অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন। [৭]

তৈরি পোশাক শিল্প:

২০২০ সালে মার্চ এর পরবর্তী সময়ে পোশাক কারখানা বন্ধ খোলা এবং পোশাকের অর্ডার স্থগিত ও বাতিল হওয়ার কারণে কিছু কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এখাতের শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের ওপর প্রভাব পড়ে। অনেকেই বেকারত্বের মধ্যে পড়েন। আইএলও থেকে প্রকাশিত 'এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের পোশাক শ্রমিক ও কারখানার ওপর করোনাভাইরাসের প্রভাব' শীর্ষক এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, করোনার আগের তুলনায় পরের মাসগুলোতে বাংলাদেশের ৪৩ শতাংশ পোশাক কারখানা ৫০ শতাংশ শ্রমিক নিয়ে পরিচালিত হয় এবং ২০ শতাংশ কারখানা ৩০-৩৯ শতাংশ শ্রমিক নিয়ে উৎপাদন পরিচালনা করে। এবছরের জুলাই পর্যন্ত আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) বেটার ওয়ার্ক প্রোগ্রামের অধীনে থাকা আড়াই শ কারখানার ২ লাখ ৩০ হাজার ৭৪৯ জন পোশাক শ্রমিক কাজে যোগ দিতে পারেননি, যা কারখানাগুলোর মোট শ্রমিকের ৪১ শতাংশ[৮] । এদিকে ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সারা দেশে ৩ হাজার ৮৮৫ টি গার্মেন্ট কারখানায় বিশেষ পরিদর্শন করে তৈরিকৃত কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই পর্যন্ত ১১৭টি গার্মেন্ট কারখানা বন্ধ হয়েছে। এসব কারখানায় কর্মহীন হয়েছেন ৪৩ হাজার ৪০৯ জন শ্রমিক। এই সময়ে ছাঁটাইকৃত কারখানার সংখ্যা ৭৫টি এবং শ্রমিক ছাঁটাই হয়েছেন ২৩ হাজার ৬৬০ জন শ্রমিক। লেঅফকৃত কারখানার সংখ্যা ২৬টি যেখানে ২৩ হাজার ৫২৩ শ্রমিক কাজ হারিয়েছেন।

২০২০ সালে তৈরি পোশাক খাতে যে কয়টি বিষয়কে কেন্দ্র করে অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তার মধ্যে মজুরি সংক্রান্ত সমস্যা ছিল অন্যতম। করোনার শুরুতে পোশাক খাতের শ্রমিকদের বেতন প্রদানের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রণোদনা ঘোষণা করা হয়। সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)'র এক গবেষণায় দেখা গেছে, ৫৮ শতাংশ পোশাক কারখানা ঋণ সুবিধা পেয়েছে। বাকি ৪২ শতাংশ পায়নি। তাদের অনেকে শ্রমিকের মজুরি দেয়নি। ঋণ পাওয়া ২৮ শতাংশ কারখানা শ্রমিকের এপ্রিল মাসের মোট মজুরির ৫৫ শতাংশ বা কম অর্থ দিয়েছে [৯]।

কর্মপরিবেশের উন্নয়নে নেওয়া ত্রুটি সংস্কারকাজে সন্তোষজনক অগ্রগতি না থাকায় ১৮৯ পোশাক কারখানার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার উদ্যোগ নেয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডিআইএফই)। এসকল কারখানাগুলোর ইউডি সেবা তিন মাস স্থগিত রাখতে বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ কে চিঠি দেয়া হয়েছে। অধিদপ্তরের তালিকা অনুযায়ী ১৮৯টি কারখানার মধ্যে বিজিএমইএ এর সদস্য ১৪৩টি এবং বাকি ৪৬টি বিকেএমইএ এর সদস্য। কারখানাগুলোর মধ্যে ঢাকার ৯০টি, গাজীপুরের ৫২টি, নারায়ণগঞ্জের ২৪টি, চট্টগ্রামের ১৯টি, নরসিংদীর ২টি এবং মাগুরার ২টি [১০]। যেসব গার্মেন্টস কারখানা ভবনের কাঠামো, অগ্নি ও বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় প্রত্যাশিত অগ্রগতি হয়নি সেসকল কারখানার গ্যাস, বিদ্যুৎসহ পরিসেবার সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার নির্দেশনা দিয়েছে শ্রম

[7] BILS CTG Office
[8] প্রথম আলো ২২ অক্টোবর, ২০২০
[9] প্রথম আলো; ১৩ জুন, ২০২০
[10] প্রথম আলো ;৭ জানুয়ারি, ২০২০

ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় [১১]। কারখানা সংস্কারে বার বার তাগাদা দেওয়া সত্ত্বেও তা আমলে না নেওয়ায় ৭৯টি গার্মেন্টস কারখানার কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়ার জন্য লাইসেন্স বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয় শ্রম মন্ত্রণালয় [১২]।

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন কর্তৃক ২১টি কারখানার ৩৩০ জন নারী ও ১০০ জন পুরুষের ওপর পরিচালিত জরিপ অনুযায়ী, ৩১.৮ শতাংশ নারী শ্রমিক এই করোনা সংকটের সময়ে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছে, টার্গেট পূরণে ব্যর্থ হলে সুপারভাইজারের আপত্তিজনক ভাষা শুনতে হয় বলে দাবি করেছেন ৪৭.৬ শতাংশ, ভুক্তভোগীদের মধ্যে ৩২.৯ শতাংশ অভিযোগ দায়ের করেছেন এবং মাত্র ৭.৪ শতাংশ প্রতিকার পেয়েছেন [১৩]।

চলছে ছাঁটাই আতঙ্ক, কাজ হারাচ্ছে মানুষ, বাড়ছে বেকারত্ব[১৪]:

বছরের গোড়ার দিকে করোনা যখন সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল, তখন বলা হচ্ছিল জীবিকা নয় জীবন সবার আগে। কিন্তু অনেকটা পথ পেরিয়ে এসে দেখা যাচ্ছে করোনার আঘাতে বাংলাদেশসহ বিশ্ব জুড়েই মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়ছে। বেসরকারি খাতে কোটি কোটি মানুষ চাকরি হারিয়ে বেকার হয়ে হন্যে হয়ে কাজ খুঁজছেন। বাংলাদেশসহ বিশ্বের বড় বড় প্রতিষ্ঠান করোনাকালে ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে কর্মী ছাঁটাই করছে। জীবিকার অভাবে এই ভাগ্য বিড়ম্বিত মানুষের জীবনও এখন হুমকির মুখে। এই করোনাকালে একদিকে বিশ্বের মানুষ যেমন কোভিড-১৯-এর সঙ্গে লড়াই করছে, অপর দিকে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতেও হিমশিম খাচ্ছে। বিশেষ করে লকডাউন উঠে যাওয়ার পরেও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আগের সেই গতিশীলতা আর নেই। আর সে কারণ দেখিয়ে কর্মচারীদের ছাঁটাই করা হচ্ছে। এমনকি বেতন-ভাতা কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। শুধুযে ছাঁটাই হচ্ছে তা নয়, কমে গেছে নতুন চাকরির সুযোগ। প্রতিষ্ঠানগুলো নতুন কর্মীও নিয়োগ দেওয়া বন্ধ রেখেছে। ফলে দিন দিন বেকারত্ব সমস্যা প্রকট হচ্ছে।

করোনায় পেশা বদলাচ্ছে মানুষ:[১৫]

করোনা সংকটে পেশা বদলাচ্ছে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। মহামারিতে কাজ হারিয়ে পথে বসেছে অনেক নিম্নবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবার। দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ায় কেউ কেউ গ্রামের বাড়ির উদ্দেশে রাজধানী ছেড়েছেন। আর যারা এখনো অর্থনৈতিক এই সংকট কাটিয়ে টিকে থাকার প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছেন, তারা পুরনো পেশা বদলে নতুন পেশা বা ব্যবসা করছেন। এ অবস্থায় বেঁচে থাকতে মধ্যবিত্তদেরকেউ কেউ রাস্তায় ভ্যানে করে কাপড় বা সবজি বিক্রি করছেন। অনেক প্রতিষ্ঠানই কর্মীদের নিয়মিত বেতন দিচ্ছে না। এরই মধ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে কর্মী ছাঁটাই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠী থেকে উচ্চপর্যায়ের মানুষ সবাই একটি অর্থনৈতিক শিকলবন্দী অবস্থার মধ্যে পড়েছেন।

[11] দৈনিক ইত্তেফাক; ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২০
[12] ইত্তেফাক ; ২৪ অক্টোবর, ২০২০
[13] The Daily Star; ৫ অক্টোবর, ২০২০
[14] Ittefaq, Dec 10, 2020
[15] Bangladesh Pratidin, July 20, 2020

ঝুঁকিতে সামাজিক সুরক্ষা:[১৬]

করোনাভাইরাসের প্রভাবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতির মুখে পড়েছে নিম্ন আয়ের মানুষ। টানা দুই মাসেরও বেশি সময়ের সাধারণ ছুটিতে বিপাকে পড়েছে খেটে খাওয়া মানুষ। এত দিন যারা দারিদ্র্য সীমার ওপরে ছিল, করোনার কারণে অনেকে দারিদ্র্য সীমার নিচে নেমে গেছে। করোনাভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে সাধারণ ছুটি ঘোষণা, লকডাউন, শিল্প-কারখানা ও ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ থাকার কারণে সাধারণ মানুষের আয় কমে গেছে। ত্রাণের দাবিতে সারা দেশে নিম্ন আয়ের শ্রমজীবীরা রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ করেছেন। লকডাউনের কারণে কর্মহীন হয়ে পড়া এসব মানুষদেশের বিভিন্ন স্থানে সড়ক-মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন।[১৭]

ছয় চিনি কল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত, বেকার হওয়ার আশঙ্কা ৫ হাজার শ্রমিকের:[১৮]

৬টি চিনি কলে (রংপুরের শ্যামপুর সুগার মিল, পাবনা সুগার মিল, পঞ্চগড় সুগার মিল, সেতাবগঞ্জ সুগার মিল, রংপুর সুগার মিল ও কুষ্টিয়া সুগার মিল) এবার আখ মাড়াই বন্ধ রাখার সিদ্ধান্তের খবরে ৬০ হাজার আখ চাষি, ৫ হাজার শ্রমিক ও ২ শতাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারীর চোখে-মুখে আঁধারের ছায়া নেমে এসেছে। চিনি কলগুলো যাতে বন্ধ না হয় এ জন্য মিল গেটে আন্দোলন করছেন চাষি ও শ্রমিকরা। যে ৬টি চিনি কল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে সেগুলোতে গড়ে ৬'শ থেকে ৮'শ শ্রমিক কাজ করে। সেই হিসেবে ৬টি চিনি কল বন্ধ হয়ে গেলে প্রায় ৫ হাজার শ্রমিক বেকার হয়ে পড়বে। এছাড়া প্রতিটি মিল এলাকায় গড়ে ৮ থেকে ১২ হাজার আখ চাষি রয়েছেন। ৬টি মিল এলাকায় ৬০ বেশি আখ চাষি এবার আখ আবাদ করেছেন। তাদের আখের কি হবে সে বিষয়েও কোনো সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা আসেনি। ফলে আখ চাষিরাও রয়েছে চরম অনিশ্চয়তায়।

রাষ্ট্রায়ত্ত সব পাটকল বন্ধ ঘোষণা[১৯], বেকার ২৫ হাজার শ্রমিক[২০]:

১৯৭২ সালে বাংলাদেশ জুট মিলস করপোরেশন (বিজেএমসি) প্রতিষ্ঠাকালে বিজেএমসির আওতায় ৭০টিরও বেশি পাটকল ছিল। কিন্তু ধারাবাহিক লোকসানের কারণে মিল সংখ্যা কমতে কমতে ২৫-এ গিয়ে ঠেকে। এর মধ্যে ২২টি পাটকল ও ৩টি ননজুট কারখানা। ১ জুলাই পাটকলগুলোও বন্ধ ঘোষণা করেছে সরকার। প্রায় ২৫ হাজার স্থায়ী শ্রমিককে স্বেচ্ছা অবসরে (গোল্ডেন হ্যান্ডশেক) পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয় বিজেএমসি। পাটকলগুলোতে স্থায়ী শ্রমিক ছিলেন ২৪ হাজার ৮৫৫ জন। এছাড়া তালিকাভুক্ত বদলি ও দৈনিক ভিত্তিক শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ২৬ হাজার।

[16] Kalerkantha, June 12, 2020
[17] Jugantar, April 17, 2020
[18] Bangladesh Pratidin, Dec 7, 2020
[19] Bonik barta, July 3, 2020
[20] Prothom Alo, June 26, 2020